ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পার্টিসিপেটরি অ্যাকশন অ্যাগেইনস্ট করাপশন : টুওয়ার্ডস ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি (প্যাক্টা)

PACTApp
TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
BANGLADESH

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ, দলীয় রাজনীতিমুক্ত ও অলাভজনক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। দুর্নীতির বিরুদ্ধে বৈশ্বিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বার্লিনভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই)–এর বাংলাদেশ চ্যাপ্টার হিসেবে টিআইবি ১৯৯৬ সাল থেকে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে। দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে টিআইবি গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা ও অধিপরামর্শসহ নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

প্যাক্টা পরিচিতি

প্রকল্পের নাম : পার্টিসিপেটরি অ্যাকশন অ্যাগেইনস্ট করাপশন : টুওয়ার্ডস ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি (প্যাক্টা)

Participatory Action against Corruption : Towards Transparency and Accountability (PACTA)

মেয়াদ: জানুয়ারি ২০২২ - ডিসেম্বর ২০২৬

লক্ষ্য: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনের লক্ষ্যে দুর্নীতি হ্রাস ও সেবা প্রদান কার্যক্রমে শুদ্ধাচার বৃদ্ধি।

উদ্দেশ্য

- আইন, নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে সুশাসনের সক্ষমতা ও চর্চার উন্নয়ন ঘটানো।
- সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণমূলক ও কার্যকর সুশাসন নিশ্চিত করা।
- অনিয়ম ও দুর্নীতি হ্রাস করে তৃণমূল পর্যায়ে সেবা প্রদান ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে খাতভিত্তিক গবেষণা ও প্রমাণনির্ভর অধিপরামর্শ পরিচালনা।

প্রকল্পের আওতাভুক্ত সেবাখাত

শিক্ষা স্বাস্থ্য ভূমি পরিবেশ নির্মাণ

উল্লিখিত খাতসমূহে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহও প্যাক্টা প্রকল্প কার্যক্রমের আওতাভুক্ত রয়েছে।

প্রত্যাশিত ফলাফল

- সুশাসন শক্তিশালীকরণে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদানের মান ও কর্মদক্ষতার উন্নয়ন।
- দুর্নীতি মোকাবেলায় কার্যকর আইন ও নীতিব্যবস্থা শক্তিশালী করা।
- টিআইবির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন বেগবান করা।

প্রকল্পের অংশীজন

সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক)

স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য, সৎ, স্বেচ্ছাসেবার মানসিকতাসম্পন্ন নাগরিকবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত সনাক–এর সদস্যবৃন্দের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা প্যাক্টা প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে অন্যতম নির্দেশক। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অধিপরামর্শ পরিচালনার ক্ষেত্রে সনাক সংশ্লিষ্ট অ্যাকটিভ সিটিজেন্স গ্রুপের (এসিজি) সদস্যবৃন্দকে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি অধিপরামর্শ পরিচালনা করছে।

ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস)

তরুণ শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে ঢাকা ও সনাক অঞ্চলে গঠিত টিআইবির ইয়েস গ্রুপের সদস্যবৃন্দ প্যাক্টা প্রকল্পের অন্যতম অংশীজন। ইয়েস গ্রুপ সংশ্লিষ্ট এলাকায় অ্যাকটিভ সিটিজেন্স গ্রুপের (এসিজি) সদস্যবৃন্দকে সংগঠিত করা ও তাদের কমিউনিটি পরিবীক্ষণ কার্যক্রম

বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছে। একইসঙ্গে দুর্নীতিবিরোধী প্রচার ও জনমত গঠনে ইয়েস সদস্যবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সক্রিয় নাগরিক দল বা অ্যাকটিভ সিটিজেন্স গ্রুপ (এসিজি)

সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবাগ্রহীতাদের সমন্বয়ে নির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক গঠিত এসিজি স্থানীয় পর্যায়ে সেবার মানোন্নয়নে সমস্যা চিহ্নিত করাসহ সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। পরিবীক্ষণের আওতাভুক্ত খাতসমূহের সেবাগ্রহীতাদের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি এসিজি ১১ থেকে ২১ সদস্যবিশিষ্ট হয়। এসিজিতে কমিউনিটিভিত্তিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, নাগরিক সংগঠন, পেশাজীবী, তরুণদের সংগঠন, কমিউনিটি ক্লাব, স্থানীয় নারী সংগঠন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। এ ছাড়া নারী ও সংখ্যালঘুদের সম্পৃক্ত করতে বিশেষ উদ্যোগ রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কমিউনিটি পরিবীক্ষণের মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা সমাধানে তথ্য সরবরাহে এসিজি মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।

সেবাগ্রহীতা ও সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ

সনাক এলাকার সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবাপ্রত্যাশী জনগণ, সেবাগ্রহীতা ও সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ প্যাক্টা প্রকল্পের অন্যতম অংশীজন। সেবাগ্রহীতাদের সেবাপ্রাপ্তির অভিজ্ঞতার তথ্য কাজে লাগিয়ে সেবার মানোন্নয়নে স্থানীয় পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অধিপরামর্শ পরিচালনা করা হচ্ছে।

নীতি-নির্ধারক (স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়)

সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষায়িত প্যাকট্যাপ এ সংগৃহীত তথ্যের তুলনামূলক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে গবেষণা এবং অধিপরামর্শ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নীতি-সংস্কারে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের নীতি-নির্ধারকবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

টিআইবি-কর্মী

সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় এসিজি, ইয়েস গ্রুপ ও সনাককে প্যাক্টা প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছেন টিআইবি কর্মীবৃন্দ। এসিজি সদস্যবৃন্দকে কমিউনিটি পরিবীক্ষণের মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং কমিউনিটি অ্যাকশন সভায় সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেও কর্মীবৃন্দ কারিগরি সহযোগিতা করছেন।

সমতাভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সনাক, ইয়েস গ্রুপ ও অ্যাকটিভ সিটিজেন্স গ্রুপে সদস্য অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ পুরুষ, ৪০ শতাংশ নারী ও ১৫ শতাংশ প্রান্তিক, সংখ্যালঘু ও সুবিধাবঞ্চিতদের বিবেচনা করা হয়।

কর্মসূচিসমূহ

নাগরিক সম্পৃক্ততা

অ্যাপভিত্তিক কমিউনিটি পরিবীক্ষণ

এসিজির সদস্যবৃন্দ প্যাকট্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট খাত (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি, পরিবেশ ও নির্মাণ) এবং প্রতিষ্ঠানে সুশাসনের নির্ধারিত নির্দেশকের আলোকে কমিউনিটি পরিবীক্ষণ বাস্তবায়ন করছেন। ইয়েস গ্রুপের সদস্যবৃন্দ কমিউনিটি পরিবীক্ষণে এসিজি সদস্যবৃন্দকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেন। ইয়েস/এসিজির সংগৃহীত ডেটা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রমাণনির্ভর অধিপরামর্শ পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রচার ও উদ্বুদ্ধকরণ

ইয়েস সদস্যবৃন্দ বছরব্যাপী ক্যাম্পেইন, এনগেজমেন্ট এবং আউটরিচ কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছেন। অ্যাপভিত্তিক পরিবীক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রচারমূলক কার্যক্রম (নাগরিক সমাবেশ, তথ্য অধিকার-বিষয়ক ক্যাম্পেইন, ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক, দুর্নীতিবিরোধী কুইজ/কার্টুন প্রতিযোগিতা, ইয়ুথ ক্যাম্প, দিবস উদ্‌যাপন) বাস্তবায়ন করা হয়। প্রশাসনিক ইউনিট, স্থানীয়

সরকার প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি নেতা, কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন, ক্লাব, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, পেশাজীবী, ব্যবসায়ী দল ও ধর্মীয় নেতাসহ সম্ভাব্য সকল পক্ষকে চিহ্নিত করে মোবিলাইজেশন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।

দক্ষতা উন্নয়ন

নির্বাচিত সনাক, ইয়েস ও এসিজি সদস্যবৃন্দের জন্য অ্যাপ ব্যবহার-বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নে প্যাক্টা প্রকল্পে সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ কর্মসূচি রয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকায় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং উপজেলা, ইউনিয়ন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কমিউনিটি পর্যায়ে এসিজি সদস্যবৃন্দকে সহযোগিতার জন্য ইয়েস সদস্যবৃন্দের দক্ষতা উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। একইসঙ্গে ইয়েস ও এসিজি উভয় গ্রুপের সদস্যবৃন্দকে জেন্ডার ও সুশাসন, তথ্য অধিকার, স্বেচ্ছাসেবা, নৈতিক শিক্ষা, নেতৃত্ব, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট প্রভৃতি বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হচ্ছে।

তথ্য-প্রমাণনির্ভর অধিপরামর্শ

সংশ্লিষ্ট সনাক, ইয়েস ও এসিজি প্রাতিষ্ঠানিক সেবা এবং ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নে নির্বাচিত সেবাদানকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তথ্য-প্রমাণনির্ভর অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে অধিপরামর্শ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

গবেষণা ও পলিসি

- নির্দিষ্ট খাত/উপখাত, প্রতিষ্ঠান, প্রকল্প ইত্যাদির ওপর সুশাসন ও দুর্নীতি বিষয়ে ধারণা অর্জনের জন্য গবেষণা ও জরিপ পরিচালনা করা, দুর্নীতির মাত্রাবিষয়ক জাতীয় পর্যায়ের বৃহৎ জরিপ পরিচালনা ইত্যাদি। গবেষণার জন্য নির্ধারিত খাতগুলো হলো– ক. জাতীয় শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠান, খ. সাধারণ জনগণ, বিশেষ করে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর রুটি-রুজি ও উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান খাত যেমন– স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ভূমি ইত্যাদি গ. ব্যক্তিমালিকানাধীন

খাত ও বৃহৎ প্রকল্প ঘ. পরিবেশ, নির্মাণ ও জলবায়ু পরিবর্তন তহবিলে সুশাসন ঙ. নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার ও প্রাপ্যতা, এসডিজি বাস্তবায়ন এবং সমসাময়িক চাহিদাভিত্তিক গবেষণা।

- উল্লিখিত সকল খাতের অধীনে সংশ্লিষ্ট গবেষণায় প্যাকট্যাপ–এর মাধ্যমে সংগৃহীত ডেটার ব্যবহার ছাড়াও এই তথ্যের মধ্যে কমিউনিটি পরিবীক্ষণের ডেটা এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের দ্বারা সংগৃহীত প্রাথমিক ও পরোক্ষ তথ্যও ব্যবহার হয়।

- গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ ও সমসাময়িক বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে প্রেস ব্রিফিং ও কর্মশালার আয়োজন করা।

- গবেষণা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নীতিমালা/আইনের যথাযথ প্রয়োগ/সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে অধিপরামর্শ করা।

আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন

- প্যাক্টা প্রকল্পের অধীনে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন বেগবান করতে মূলত সামাজিক যোগাযোগের জনপ্রিয় মাধ্যমকে কাজে লাগানো, ডেটা (উপাত্তভিত্তিক) সাংবাদিকতা ও নাগরিক সাংবাদিকতা জনপ্রিয় করে তোলায় জোর দেওয়া।

- দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসন নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রমের ব্যাপারে জনমত তৈরি এবং জনসমর্থন নিশ্চিতে গণমাধ্যমের সঙ্গে বিষয়ভিত্তিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।

- গণমাধ্যম-কর্মী বিশেষত সাংবাদিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জোর দেওয়া, যাতে আধুনিক অনুসন্ধানী কৌশল রপ্ত করার পাশাপাশি সাংবাদিকতার নতুন ধারা “ডেটা সাংবাদিকতার” মাধ্যমে দুর্নীতির স্বরূপ ও চর্চাকে চিহ্নিত করতে আগ্রহী করা।

- প্রচলিত গণমাধ্যমের বিকল্প হিসেবে নাগরিক সাংবাদিকতাকে উৎসাহিত করতে নির্বাচিত সনাক/ইয়েস

সদস্যদের তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন তৈরিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া।

- প্যাকট্যাপ–এর মাধ্যমে পাওয়া তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহার করে আরও বেশি লক্ষ্যভিত্তিক প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা, যেখানে "সবার জন্য একই পদ্ধতি" ব্যবহারের বিপরীতে সাধারণ গ্রামবাসী থেকে শুরু করে সরকারি সেবাগ্রহীতা বিভিন্ন শ্রেণির নাগরিকের জীবনে দুর্নীতি কী ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, সে সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা।

- প্যাক্টা প্রকল্পে টিআইবির প্রচারণা কৌশল মূলত দ্বি-মুখী লক্ষ্যকে সামনে রেখে পরিচালিত হচ্ছে– একদিকে দুর্নীতিগ্রস্তদের দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাব ও এর পরিণতি সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে, অন্যদিকে দুর্নীতির শিকার হওয়া ভুক্তভোগীদের এ সম্পর্কে কীভাবে অভিযোগ দায়েরের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়া যায়, তার কৌশল রপ্ত করতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও উৎসাহ দেওয়া হয়। দুর্নীতি দমন কমিশনের সঙ্গে টিআইবির অংশীদারিত্ব–দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে "গৃহীত পদক্ষেপ" গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে উপরোক্ত কৌশলকে কার্যকর করার জন্য বিশেষভাবে ভূমিকা রাখা।

- টিআইবি ডিজিটাল অধিপরামর্শ কার্যক্রমকে জোরদার করতে উল্লেখযোগ্য সময় ও সম্পদ ব্যবহার করে, যেখানে মূলত ক্রম-বিকাশমান সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যম ব্যবহার করে বহুমুখী পদ্ধতিতে বিভিন্ন পর্যায় বা স্তরে টেকসই ও অর্থপূর্ণ পরিবর্তন আনার উদ্দেশ্যে অংশীজনদের প্রয়োজন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ, আস্থার পরিবেশ তৈরি এবং দুর্নীতিবিরোধী জ্ঞান ও দক্ষতা বিনিময়, নীতিকাঠামো উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বিতর্ক ও শিক্ষা কার্যক্রমকে ছড়িয়ে দেয়। সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু সম্পর্কে জনসচেতনতা ও সমর্থন তৈরিতে গণবিতর্ক এবং সংলাপ আয়োজনে সামাজিক-মাধ্যমের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করাও আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশনের গুরুত্বপূর্ণ কাজের অংশ।

টিআইবির সনাক কর্মঅঞ্চল

অর্থায়ন

সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা)

সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন (এসডিসি)

ফরেইন কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও)

কিংডম অব দ্যা নেদারল্যান্ডস

ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি)

প্যাকট্যাপ কী

প্যাক্টা প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য টিআইবি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত একটি বিশেষায়িত অ্যাপ যার মাধ্যমে ডেটা/তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

এসিজি সদস্যবৃন্দ প্যাকট্যাপ–এর মাধ্যমে স্থানীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদানসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করছেন।

প্যাকট্যাপ–এর মাধ্যমে পরিবীক্ষণমূলক বিগ ডেটা/উপাত্ত প্রস্তুত হবে। এসব ডেটা/উপাত্ত নির্দিষ্ট এলাকার সরকারি সেবার মান সম্পর্কে ধারণা প্রদান ও প্রমাণনির্ভর অধিপরামর্শের জন্য সহায়ক হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন)
২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০, ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২
info@ti-bangladesh.org TIBangladesh
www.ti-bangladesh.org

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০২৪